২৬/১০/২০০৫

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৪

ভোরের কাগজ

আ.লীগ ও বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব চরমে

ঢা.বি শিক্ষক সমিতি কি ভাঙনের মুখে?

রাশিদুল হাসান : পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি জামাত সমর্থিত শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির গত রোববারের জরুরি সভা সমাপ্তি ঘোষণার পরও নিয়ম বহির্ভূতভাবে এবং গঠনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে ক্ষুব্ধ বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকরা সভা অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রস্তাব পাস করলে উভয় দলের শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। এদিকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে এ ধরনের সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশে ঢা.বি. শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ সকাল ১১টায়।

বিএনপি-জামাত সমর্থিত সাদা দরের শিক্ষকদের গঠনতন্ত্রবহির্ভূতভাবে এ ধরনের সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সচেতন মহল শিক্ষক সমিতিকে দ্বিধাবিভক্ত, অকার্যকর করার প্রচেষ্টা এবং সমিতির ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ঢা. বি. শিক্ষক সমিতির বর্তমান সভাপতি প্রফেসর আর আই এম আমিনুর রশীদ গত রোববারের নির্ধারিত সভা সমাপ্তির পর ঢা. বি. শিক্ষক সমিতির ব্যানারে অনুষ্ঠিত সাদা দলের সভাকে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং গঠনতন্ত্রবহির্ভূত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা উল্লেখপূর্বক বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের এই কার্যক্রম সম্পূর্ণ অবৈধ।

তিনি বলেন, শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সমিতির সভাপতি প্রয়োজনে সভা সমাপ্ত ঘোষণা বা কোনো বিষয়ে রুলিং দিতে পারেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবেই সভা সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা সমাপ্তি ঘোষণা করে সভাপতি চলে গেছেন। অধ্যাপক আমিনুর রশীদ আরো বলেন, এরপর সাদা দলের শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির নামে যে সভা করেছে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সে ধরনের কোনো সভা করার বৈধতা নেই। তারা যে সভা করেছে সেটা দলীয় সভা। গঠনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষক সমিতির সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি তার অনুপস্থিতিতে. সাধারণ সম্পাদক এবং তিনিও অনুপস্থিত থাকলে যুগ্ম সম্পাদক শিক্ষক সমিতির সভা আহ্বান করতে পারেন এবং রুলিং দিতে পারেন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্রের কার্যকরী পরিষদের ধারা ৬-এর গ অনুচ্ছেদের ১ নং ধারায় বলা হয়েছে সভাপতি রুলিং দিতে পারবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি সভা পরিচালনা করবেন।

সাদা দলের শিক্ষকদের অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্বকারী অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার সমিতির সভাপতি বা সেক্রেটারি কেনোটাই নয় বলে অধ্যাপক আমিনুর রশীদ উল্লেখ করেন।

এদিকে গতকাল শিক্ষক সমিতির সভা নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে সাদা দলের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, গত রোববারের সভার শুরু থেকেই বহু শিক্ষক বিগত ৫ বছর দেশে আওয়ামী দুঃশাসনের সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হত্যা, লুটতরাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অপকর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক জোরালো বক্তব্য দিতে থাকেন, যা আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। তাই তারা সভা ভুণ্ডুলের চেষ্টা চালাতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে কোনো প্রকার ঘোষণা না দিয়েই সভাপতি তার দলীয় শিক্ষকদের নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এরপর ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর শিক্ষক সমিতির কার্যকর পরিষদের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দারকে সভাপতি মনোনীত করে সভার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা হয়।

সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে রয়েছে, অনতিবিলম্বে উপাচার্য, উপউপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি থেকে ড. আফতাব উদ্দিন আহমদ, ড. এম এরশাদুল বারী ও অধ্যাপক লুৎফর রহমানের অন্যায় বহিষ্কারাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার প্রভৃতি। সভায় মোট ১৩টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এদিকে গত রোববার অনুষ্ঠিত সভা সূত্রে জানা যায়, আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন এবং মন্ত্রিসভায় রাজাকার মতিউর রহমান নিজামীর অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সভায় বক্তব্য রাখলে সাদা দলের শিক্ষকগণ তাতে বাধা দেন এবং একপর্যায়ে এ নিয়ে উভয় দলের শিক্ষকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। সাদা দলের শিক্ষকরা এ সময় নীল দলের শিক্ষকদের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং উদ্যত আচরণ করেন বলে সভা সূত্রে জানা যায়।

একপর্যায়ে পরিস্থিতি সভা পরিচালনার প্রতিকূলে চলে গেলে সভাপতি আমিনুর রশীদ সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এর ১০/১৫ মিনিট পর সাদা দলের শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির সদস্য ইউসুফ হায়দারকে সভাপতি মনোনীত করে নতুন করে সভার আয়োজন করেন।

এদিকে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, শিক্ষক সমিতির যেসব সদস্য সমিতির সংবিধান বহির্ভূত কাজ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এ লক্ষ্যে আজ সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরো বলেন, সাদা দলের শিক্ষকরা গত রোববারের শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় যেসব বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন তা এজেন্ডায় ছিল না। এ ধরনের জরুরি সভায় একটি মাত্র এজেন্ডা থাকে বলেও তিনি বলেন।

এ্যাড বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্রের ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছে, মহান মুক্তি সংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ দেশের লাখ লখ নর-নারী আত্মাহুতি দিয়েছেন। তাদের গৌরবোজ্জ্বল দীপ্ত আদর্শ ও লক্ষ্য সমুন্নত রাখা।